ইউনিট ৫
সহশিক্ষাক্রমিক
কার্যাবলী

ইউনিট ৫ সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী

আমরা জেনেছি যে, বিদ্যালয়ের আওতায় নির্দিষ্ট শিক্ষাস্তরে শিক্ষা সম্পর্কিত সকল অভিজ্ঞতার সমষ্টি হল শিক্ষাক্রম। শিক্ষা সম্পর্কিত এ সকল অভিজ্ঞতাকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে পারি ঃ শিক্ষাক্রমিক (কারিকুলার) এবং সহ শিক্ষাক্রমিক (কো-কারিকুলার) কার্যাবলি। "হাওয়া খাইলে পেট ভরে না, আহার করিলে পেট ভরে, কিন্তু আহারটি রীতিমত হজম করার জন্য হাওয়া খাওয়া দরকার।" কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এ উক্তি অনুসরণে আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিকে 'আহার' এবং সহ শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিকে 'হাওয়া' বলে ধরতে পারি। বস্তুত সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিরই সহায়ক ও পরিপূরক ব্যবস্থা হিসেবে স্বীকৃত। এই ইউনিটের বিভিন্ন পাঠে আমরা সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব, সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর স্বরূপ, সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলী সম্পাদনা এবং সহশিক্ষামূলক কার্যাবলী বাস্তবায়নে লক্ষণীয় দিকসমূহ নিয়ে আলোচনা করব।

পাঠ ৫.১ সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি ঃ প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

এই পাঠ শেষে আপনি —

- সহশিক্ষাক্রম কার্যাবলির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে পারবেন।

শিক্ষাক্রমিক ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি পরপর সম্পূরক

শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশে সহায়তা করাই শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য। এ উদ্দেশ্য সাধনে শিক্ষাক্রমিক (Curricular) কার্যাবলির সাথে সাথে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিরও প্রয়োজন রয়েছে। পূর্বে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিকে শিক্ষাক্রম বহির্ভূত (Extra-curricular) কার্যাবলি বলে মনে করা হত। কিন্তু বর্তমানে এ সমস্ত কার্যাবলির গুরুত্ব উপলব্ধি করেই এদের সহশিক্ষাক্রমিক (Co-curricular) কার্যাবলি বলা হচ্ছে এবং শিক্ষাক্রমে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্তকরণের কথা জোর দিয়ে বলা হচ্ছে। বস্তুত সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি শিশুর বিভিন্নমুখী প্রতিভার বিকাশ লাভে সহায়তা করে। লেখাপড়া ও খেলাধুলাকে পরস্পর বিরোধী বলা চলে না বরং এরা একে অপরের পরিপূরক। সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি শিশুর বিশেষ কতগুলো শক্তির বিকাশে সহায়ক যা পুঁথিগত বিদ্যার মাধ্যমে সম্ভব নয়। তাছাড়া সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি ভাবাবেগকে সংযতকরণের সহায়ক হয়ে শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিকে জোরদারকরণের সহায়ক হয়। এসব কার্যাবলি শিশুদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলির বিকাশ সাধন করে। বেশির ভাগ সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি দলগতভাবে করতে হয়। এক এক সময় এক এক শিশুকে নেতৃত্বদানের সুযোগ দিলে একদিকে যেমন নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় অন্যদিকে তেমনি নেতৃত্ব মেনে চলার প্রবণতা সৃষ্টি হয়।

নৈতিক ও সামাজিক গুণাবলির বিকাশ

এসব কার্যাবলি শিশুদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ সৃষ্টি করে। দলবদ্ধভাবে খেলাধুলা, গান-বাজনা, ক্লাব কার্যাবলি ইত্যাদি কাজ-কর্ম করার সুযোগ পেলে তারা ধীরে ধীরে শৃঙ্খলাবোধ আয়ত্ত করতে পারে। এ সমস্ত কার্যাবলি শিক্ষার্থীদের নৈতিক চরিত্র গঠনের সহায়ক। এর ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে একাগ্র চিত্তে কাজ করার অভ্যাস গড়ে উঠে এবং তারা দলগত স্বার্থকে ব্যক্তি স্বার্থের চেয়ে বড় করে দেখতে শেখে। এভাবে তাদের মধ্যে সামাজিক নীতিবোধ সৃষ্টি হয়। সামাজিক রীতিনীতি মেনে চলার প্রবণতা বাড়ে। সংঘবদ্ধভাবে কাজের মধ্য দিয়ে শিশুকাল থেকেই সামাজিক গুণাবলির বিকাশ ঘটে এবং সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়।

অবসর বিনোদন

সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণের ফলে শিক্ষার্থীদের মন ভাল থাকে। লেখাপড়ার একঘেয়েমি দূর হয়। শিক্ষার্থীর নিজ নিজ রুচি ও সামর্থ্য অনুসারে বিভিন্ন রকম সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিতে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে নিজেদের গড়ে তোলার সুযোগ পায়। অবসর বিনোদনের জন্য সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি একটা ভাল উপায়। এসব কার্যাবলির মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী বাস্তবের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং বৃহত্তর সমাজ জীবনের সংস্পর্শে আসে। এভাবে তারা ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য প্রস্তুতি লাভের সুযোগ পায়। বিভিন্নমুখী প্রতিভা বিকাশের সুযোগ পায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। রবীন্দ্রনাথ সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিকে কিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?
- ক) পানাহার করা
- খ) হাওয়া খাওয়া
- গ) বেড়াতে যাওয়া
- ঘ) আনন্দের সঙ্গে শেখা

২। সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি কোন্ ধরনের কাজে সহায়ক?
- ক) দলগত কাজ
- খ) একক কাজ
- গ) উদ্ভাবনামূলক কাজ
- ঘ) চিন্তামূলক কাজ

৩। কোন্ উক্তিটি সত্য?
- ক) খেলাধূলা ও লেখাপড়া পরস্পর বিপরীতধর্মী কাজ
- খ) সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি মুখ্যত বিনোদনমূলক কাজ
- গ) সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি ব্যক্তিকে আত্মপর করে তোলে
- ঘ) খেলাধূলা ও লেখাপড়া পরস্পর পরিপূরক কাজ

পাঠ ৫.২ সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির স্বরূপ

এই পাঠ শেষে আপনি —

- মাধ্যমিক স্কুল স্তরের উপযোগী বিভিন্ন সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির বর্ণনা দিতে পারবেন এবং
- এ সকল কার্যাবলি সংগঠন করতে সক্ষম হবেন।

মাধ্যমিক স্কুল স্তরের উপযোগী সহ শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিকে আমরা নিম্নোক্তভাবে ভাগ করতে পারি ঃ

সাহিত্য ও শিক্ষা সম্বন্ধীয়

- সাহিত্য সভা, বিতর্ক সভা, সেমিনার বা আলোচনা সভা ইত্যাদি।
- বুলেটিন বোর্ড, দেয়াল পত্রিকা, ম্যাগাজিন, রচনা প্রতিযোগিতা ইত্যাদি।
- গল্প বলা, স্বরচিত গল্প পাঠ, ধারাবাহিক গল্প বলা, স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি, সাধারণ আবৃত্তি ইত্যাদি।
- নির্ধারিত বক্তৃতা, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা, বিতর্ক, বিতর্ক পরিচালনা ইত্যাদি।
- শিক্ষামূলক ভ্রমণ।

যোগ্য শিক্ষকের পরিচালনাধীন এ সমস্ত কাজকর্মে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ তাদের গুছিয়ে বলার ক্ষমতা, বলার সাহস, সামাজিক কলাকৌশল সম্বন্ধে স্পষ্ট ও কার্যকরী ধারণা লাভ, যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে নিজের মতামতকে তুলে ধরার ক্ষমতা, চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ সাধন এবং জ্ঞানচর্চার প্রবণতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

সংস্কৃতি ও বিনোদনমূলক কার্যাবলি

- পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান, বিচিত্রা অনুষ্ঠান, জাতীয় দিবস এবং মনীষীদের জন্ম মৃত্যু বার্ষিকী উদযাপন ইত্যাদি।
- অভিভাবক দিবস, সেবা সংঘ বা সমিতি, বৃক্ষরোপণ, সাক্ষরতা অভিযান ইত্যাদি।
- বনভোজন
- ভূমিকাভিনয়, নাট্যাভিনয় ইত্যাদি।
- বাগান করা, ডাকটিকেট সংগ্রহ, ছবি তোলা, পত্র মিতালী পশুপাখি পোষা, সেলাই শেখা প্রভৃতি যাবতীয় সখের কাজ।
- গান, নাচ, হাস্য, কৌতুক, স্কুল ও শ্রেণীকক্ষ সাজানো, চিত্র অঙ্কন, মডেল তৈরি ইত্যাদি সাংস্কৃতিক কাজকর্ম।
- গান, নাচ, হাস্যকৌতুক, স্কুল ও শ্রেণীকক্ষ সাজানো, চিত্র অঙ্কন, মডেল তৈরি ইত্যাদি সাংস্কৃতিক কাজকর্ম।

এ সমস্ত কার্যাবলিতে অংশ গ্রহণের দ্বারা শিক্ষার্থীরা সামাজিকতা শিক্ষা লাভের, সহযোগিতার মনোভাব সৃষ্টির, উদার দৃষ্টিভঙ্গি লাভের এবং সঠিকভাবে অবসর মুহূর্ত যাপনের ও ব্যক্তিত্ব বিকাশের সুযোগ পায়।

খেলাধূলা ও দৈহিক অনুশীলনমূলক কার্যাবলি

- সকল প্রকার খেলাধূলা, ড্রিল ও শরীর চর্চা।
- সাঁতার, জিমনরাসিয়ামে ও মুক্তাঙ্গনে ব্যায়াম, ব্রতচারী ইত্যাদি।
- অভ্যন্তরীণ খেলাধুলা।

খেলাধূলা শিক্ষার্থীর দৈহিক, মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক বৃত্তিসমূহ যথাযথভাবে বিকাশ লাভের উপর একটি সামগ্রিক প্রভাব বিস্তার করে। খেলাধূলার মাধ্যমেই সে 'খেলোয়াড় সুলভ মনোভাব' যা তাকে

বাস্তব জীবনে সাহায্য করবে - গঠনের সুযোগ পায়। খেলাধূলা মনকে সতেজ করে, কাজে একঘেঁয়েমি দূর করে এবং লেখাপড়ায় মনোযোগদনে সাহায্য করে। দৈহিক ব্যায়মমূলক কার্যাদি শিক্ষার্থীর শরীর গঠনে সহায়ক হয়।

সমাজসেবামূলক

- সমাজকল্যাণ সমিতি, নিরক্ষরতা দূরীকরণ অভিযান।
- কাব, স্কাউট, গার্লগাইড, জুনিয়ার রেডক্রস, ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর ইত্যাদির মাধ্যমে নানারূপ জনসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণ, পথ চলতে অন্যদেরকে সহায়তা করা, অসুস্থ লোকের সেবা করা ইত্যাদি সামাজিক কাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত।

এসব সমাজসেবামূলক কাজে অংশগ্রহণের ফলে শিক্ষার্থী অন্যের প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া, উপকারের মনোভাব সৃষ্টি প্রভৃতি সদগুণাবলি বিকাশের সুযোগ পায়।

পৌর প্রশিক্ষণমূলক কার্যাবলি

- ছাত্র সংসদ, বিভিন্ন কমিটি, উপকমিটি গঠন
- অনুকরণমূলক সংসদ।

এসব কার্যাবলি শিক্ষার্থীকে সামাজিক দায়িত্ব কর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত হতে ও প্রশিক্ষণলাভে সাহায্য করবে।

ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি

- মিলাদ মাহফিল, ধর্মীয় আলোচনা ইত্যাদি।
- আজান ও কেরাত প্রতিযোগিতা
- ধর্মীয় দিবসাদি উদযাপন
- পূজা পার্বণ ইত্যাদি।

এসব ধর্মীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ শিক্ষার্থীদের ধর্মীয় বিশ্বাস মজবুত করতে ধর্মীয় নিয়ম-কানুন পালনে আগ্রহী হতে, ধর্মীয় মনোভাব সম্পন্ন হতে এবং সৎ ও ন্যায়নিষ্ঠ হতে সহায়ক হবে।

ছাত্র-শিক্ষক সমন্বয়ে গঠিত সংশ্লিষ্ট ভারপ্রাপ্ত কমিটি প্রয়োজনবোধে এ জাতীয় আরো অনেক বিষয় সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত করতে পারবেন এবং বিদ্যায়তনের অবস্থান, আর্থিক সঙ্গতি ও পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে তারা নির্দিষ্ট বিদ্যালয়ের জন্য উপযোগী সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি বাছাই করবেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব সৃষ্টিতে সাহায্য করে -
- ক) খেলাধূলা আয়োজন ও সংগঠনে অংশগ্রহণ
- খ) খেলাধূলায় সক্রিয় অংশগ্রহণ
- গ) খেলাধূলায় ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনে অংশগ্রহণ
- ঘ) খেলাধূলায় উৎসাহ ও আগ্রহ প্রদর্শন

২। গুছিয়ে বলার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় -
- ক) আবৃত্তিতে অংশগ্রহণ
- খ) বিতর্ক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ
- গ) দেয়াল পত্রিকা লেখায় অংশগ্রহণ
- ঘ) গল্প বলা ও লেখায় অংশগ্রহণ

৩। শিক্ষার্থীদের সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে তোলে -
- ক) সংস্কৃতি ও বিনোদনমূলক কাজ
- খ) পৌর প্রশিক্ষণমূলক কাজ
- গ) ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি
- ঘ) নাট্যাভিনয়

পাঠ ৫.৩ সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি সম্পাদন

এই পাঠ শেষে আপনি —

- সহশিক্ষাক্রমকি কার্যাবলি সম্পাদনের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি সম্পাদনে বস্তুগত সুবিধাবলির বর্ণনা দিতে পারবেন।

সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি সম্পাদনের বিভিন্ন দিক

- সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির সফল সম্পাদন বা বাস্তাবয়নের জন্য স্কুলের ছাত্র-শিক্ষক সমন্বয়ে বিভিন্ন সমিতি গঠন করা যেতে পারে। এ সমস্ত সমিতিকে বিভিন্ন দায়িত্ব প্রদান করা যেতে পারে। প্রত্যেক সমিতিতে একজন ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক, এক বা একাধিক উপদেষ্টা শিক্ষক এবং দুই বা ততোধিক ছাত্র প্রতিনিধি থাকবে। উক্ত ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে গঠিত সমিতি সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় উপ-কমিটি হিসাবে কাজ করবে। এ কমিটি নিজ সমিতির সারা বৎসরে কার্যাবলির পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নের জন্য দায়ী থাকবেন।

  সমিত বা বিভাগীয় উপ-কমিটিগুলো সারা বৎসরের কর্মসূচি তৈরি শেষ করে চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য প্রধান শিক্ষকের সভাপতিত্বে এক সমন্বয় সভায় বসতে পারে।

- এসব কার্যাবলিকে সুষ্ঠু প্রতিযোগিতাভিত্তিক করার জন্য প্রতিষ্ঠানের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে বিভিন্ন হাউজের অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে। প্রতি হাউজের দায়িত্বে থাকবেন একজন শিক্ষক। এভাবে হাউজ ভিত্তিক সকল কার্যক্রম পরিচালিত হতে পরে। ছাত্র-ছাত্রীগণ আগ্রহ সহকারে আন্তঃহাউজ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করবে। প্রতিযোগিতাকে ফলপ্রসূ করার জন্য পুরস্কার ও সার্টিফিকেট বিতরণ করা যেতে পারে।
- স্কুলে স্কাউটিং, কাবিং, গার্লস গাইড, জুনিয়র ক্যাডেট কোর ও জুনিয়র রেডক্রস সোসাইটি, জুডো, কারাত ইত্যাদি সংগঠন করে তাতে নানা জাতীয় সমাজসেবাসহ নানা জাতীয় প্রতিভা বিকাশের পথ সুগম করা যায়। এ সমস্ত কাজে কৃতিত্বের জন্য যথাযোগ্য পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকলে ছাত্র-ছাত্রীগণ উৎসাহবোধ করবে।
- ক্রীড়াশিক্ষকের পরিচালনায় ছাত্র-ছাত্রীদের হাউজভিত্তিক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অভিযান, বৃক্ষরোপন ও নিরক্ষতা দূরীকরণের কর্মসূচি বাস্তাবায়নের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- স্কুলে সংস্কৃতিমূলক ও আত্মরক্ষা শিক্ষাদানমূলক ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে তাতে ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া যায়। ছাত্র সংসদের মাধ্যমে এর পরিচালনা এবং প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা থাকতে হবে।
- বাৎসরিক পরীক্ষার পর স্কুলে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান বা অভিভাবক দিবস পালনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এসব অনুষ্ঠানে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবক ও অন্যান্য গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত থাকবে।
- সাহিত্য বা শিক্ষা সম্বন্ধীয় উপ-কমিটি সাহিত্য সভা, বিতর্ক সভা, সেমিনার, সিম্পোজিয়াম প্রভৃতির ব্যবস্থা করবে। তা ছাড়া এ কমিটি দেয়াল পত্রিকা, ম্যাগাজিন প্রকাশ ও রচনা প্রতিযোগিতার আয়োজন করবে। গল্প বলা, আবৃত্তি, নির্ধারিত ও তাৎক্ষণিক বক্তৃতারও ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এ সমস্ত সাহিত্য বা শিক্ষাসম্বন্ধীয় কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করে ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনী ক্ষমতার বিকাশ ও আত্মপ্রকাশের সুযোগ ঘটবে, সাহস বাড়বে, গুছিয়ে বলার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।
- স্কুলে সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে ১/২ পিরিয়ড নিয়ে সাপ্তাহিক এসেমব্লি (weekly assembly) এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। পবিত্র কোরান থেকে তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু করে এতে সাপ্তাহিক খবর, সাপ্তাহিক আন্তঃহাউজ প্রতিযোগিতার ফলাফল, মার্চপাস্ট ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। স্কুল রুটিনের অন্তর্ভুক্ত থাকবে এ অনুষ্ঠান। এতে অংশগ্রহণ করে ছাত্র-ছাত্রীগণ শৃঙ্খলাবোধ, সুষ্ঠু প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব, বলার ক্ষমতা প্রভৃতি গুণাবলী অর্জনে সুযোগ পাবে।

- স্কুলে ধর্মীয় এবং সামাজিক বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি প্রতিপালনের ব্যবস্থা থাকবে যাতে ছাত্ররা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে। মুসলমান ছাত্রদের জন্য আজান ও কেরাত প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। ধর্মীয় কাজে অংশগ্রহণে উৎসাহ প্রদানের জন্য নিয়মিতভাবে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালনকারী শিষ্টাচার সম্পন্ন ছাত্রদের পুরস্কারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- স্কুলে ধর্মীয় দিবসাদি উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায়।

আর্থিক ব্যবস্থাপনা

সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি সংগঠন ও পরিচালনে অর্থের প্রয়োজন। এ জন্য নিম্নলিখিত ব্যবস্থাসমূহ গ্রহণ করা যেতে পারে।

- ভর্তির সময় ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট থেকে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির খাতে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ ফি বা চাঁদা গ্রহণ করা যেতে পারে। কেন্দ্রীয়ভাবে খরচ মেটানোর জন্য সামান্য কিছু অংশ সংরক্ষিত রেখে অবশিষ্টাংশ হাউজ/বিভাগীয় প্রধানের নিয়ন্ত্রণে অর্পণ করা যেতে পারে। এ তহবিলের ব্যয়ের উপর আহবায়ক শিক্ষকের বা হাউজ প্রধানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। তা না হলে ব্যয় সংক্রান্ত জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে।
- বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকের যৌথ প্রচেষ্টা, সাহায্য ও সহযোগিতা এ ব্যাপারে যথেষ্ট উপকারে আসতে পারে। এ সকল শিক্ষমূলক কাজের জন্য সরকারেরও অনুদান দেওয়া প্রয়োজন। সমর্থ অভিভাবকও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে পারেন।
- মিতব্যয়িতা ও সতর্কতার সাথে পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা করলে স্কুলে তহবিল হতেও কিছু সাহায্য এ ব্যাপারে দেয়া যেতে পারে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বস্তুগত সুবিধাবলি (Physical facilities)

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ সব কার্যাবলি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য প্রয়োজন মিলনায়তন, প্রশস্ত কক্ষ, উন্মুক্ত উপযুক্ত চত্বর ও খেলার মাঠ থাকা প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব সাজ সরঞ্জামাদি থাকা দরকার। অধিকাংশ স্কুলেই এ সব সুযোগ সুবিধার অভাব রয়েছে।

সে জন্য যে স্কুলে এ সব সুযোগ সুবিধা যতটুকু আছে সেটাকে সর্বোত্তম ব্যবহার করে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। শিক্ষার্থীদের নিজ নিজ শ্রেণীকক্ষে সুবিধামতো বক্তৃতা বা আলোচনা সভার আয়োজন করা যেতে পারে।

কক্ষমধ্যকার স্থানান্তরযোগ্য পার্টিশেন সরিয়ে বড় হলরুম বানানো চলে। শীতকালীন সময়ে বিদ্যালয়ের উন্মুক্ত চত্বরে সভা ও বিভিন্ন সমাবেশের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে।

সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিকে স্কুলের শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত করার বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। এর ফলে স্কুলের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী গুরুত্ব সহকারে এতে অংশগ্রহণ করবে। অনাবাসিক ছাত্র-ছাত্রীগণও স্কুলের রুটিনের অন্তর্ভুক্ত কার্যক্রমে অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে।

সর্বোপরি প্রধান শিক্ষক, শিক্ষকমণ্ডলী, অভিভাবক ও ছাত্রদের অনুকূল মনোভাব এ সমস্ত কার্যাবলির সফল সম্পাদনে সাহায্য করবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি সম্পাদনের দায়িত্বে থাকবেন -
- ক) ছাত্র সংসদ
- খ) ছাত্র শিক্ষক সমন্বয়ে গঠিত সমিতি
- গ) শিক্ষক সমিতি
- ঘ) শিক্ষক-অভিভাবক সমিতি

২। সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিকে সুষ্ঠ প্রতিযোগিতাভিত্তিক করার জন্য প্রয়োজন বিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদের -
- ক) বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্তকরণ
- খ) বিভিন্ন হাউজে বিভক্তকরণ
- গ) বিভিন্ন বিভাগে বিভক্তকরণ
- ঘ) বিভিন্ন সমিতিতে বিভক্তকরণ

৩। স্কুলে নাট্যাভিনয়ের ব্যাপারে প্রাধান্য দিতে হবে -
- ক) সামাজিক নাটক
- খ) ঐতিহাসিক নাটক
- গ) একাঙ্কিকা
- ঘ) রূপক-সাংকেতিক নাটক

৪। ছাত্র সংসদের মাধ্যমে বিভিন্ন সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির পরিচালনা ও অংশগ্রহণ ছাত্র-ছাত্রীদের পরিচিত করবে -
- ক) ধর্মীয় কর্মধারার সঙ্গে
- খ) গণতান্ত্রিক কর্মধারার সঙ্গে
- গ) সাংস্কৃতিক কর্মধারার সঙ্গে
- ঘ) আর্থ-সামাজিক কর্মধারার সঙ্গে

৫। সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি সংক্রান্ত তহবিল থেকে ব্যয়ের উপর কার নিয়ন্ত্রণ থাকবে?
- ক) ছাত্র সংসদ
- খ) আহবায়ক শিক্ষক বা হাউজ প্রধান
- গ) বিভাগীয় উপ-কমিটি
- ঘ) প্রধান শিক্ষক

পাঠ ৫.৪ সহশিক্ষামূলক কার্যাবলি বাস্তবায়নে লক্ষ্যণীয় দিকসমূহ

এই পাঠ শেষে আপনি —

- সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির সকল বাস্তবায়নে লক্ষণীয় দিকসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন এবং
- নিজে এ বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারবেন।

একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীন বিকাশে সাহায্য করার জন্যই সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির অবতারণা করা হয়"। সে জন্যে এ সমস্ত কার্যাবলির সঠিক পরিকল্পনা, পরিচালনা ও বাস্তবায়নের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।

খেলাধূলা ও অন্যান্য কার্যাবলিতে অংশগ্রহণের সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এ সব কাজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অযথা সময় নষ্ট না হয় অর্থাৎ শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিতে যেন ব্যাঘাত না ঘটে। এটাও লক্ষ্য রাখতে হবে যেন এর মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে খেলোয়াড়সুলভ মনোভাব সৃষ্টি হয়।

বিনোদনমূলক কার্যে অংশগ্রহণ যেন লেখাপড়ার ক্ষতির কারণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। স্কুলে নাট্যাভিনয় এর ব্যাপারে একাঙ্কিকা প্রাধান্য পেতে পারে। আর ভাল অভিনয় করে বলে একই ছেলে বা মেয়েকে পুনঃ পুনঃ অংশগ্রহণে মনোনীত করা কোন ক্রমেই সমীচীন হবে না। পালাক্রমে সকল শিক্ষার্থীরই অংশগ্রহণের সুযোগ থাকতে হবে।

অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে ছাত্রদের মধ্যে যেন কোন রকমের সন্দেহের সৃষ্টি না হয় সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। সে জন্য সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি সংক্রান্ত তহবিল থেকে ব্যয়ের উপর বিভাগীয় বা হাউজ প্রধানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে।

সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির সঠিক মূল্যায়নের জন্য সহকারী প্রধান শিক্ষকের নেতৃত্বে একটি মূল্যায়ন কমিটি থাকতে পারে। কমিটির কাজ হবে নিম্নরূপ ঃ

- বিভিন্ন বিভাগের/উপকমিটির/হাউজের কার্যাবলি মূল্যায়ন।
- বিভিন্ন বিভাগের/হাউজের কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন।
- সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলিকে ব্যাপকভাবে স্কুলের দৈনন্দিন কার্যক্রমে অনুপ্রবিষ্ট করানোর দ্বারা শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও অন্যান্য গুণাবলির যথার্থ বিকাশ লাভের চেষ্টা করা এবং সর্বাধিক ছাত্র-ছাত্রীর এসব কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।
- এ জন্য বিদ্যালয়ের সময়সূচিতে সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির নির্দিষ্ট সময় ঠিক করে রাখা প্রয়োজন। বিদ্যালয়ের ছুটির পরও এ সব কাজের অনুশীলনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।
- হাউজ বা বিভাগভিত্তিক তৎপরতা জোরদার করার জন্য উৎসাহ প্রদানের ব্যবস্থা করা।
- এ সব কার্যাবলিতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা প্রদানের জন্য স্কুলের প্রাক্তন কৃতি বা প্রতিভাবান ছাত্রদের জন্য অনুষ্ঠান বা সমাবেশের আয়োজন করা।
- সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি যাতে শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির বাস্তবায়নে অন্তরায় না হয়ে সহায়ক হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।
- এ উদ্দেশ্যে খেলাধূলা, নাটক ইত্যাদি কার্যাবলিতে অংশগ্রহণ অযথা সময় নষ্ট করে লেখাপড়ার ক্ষতির কারণ না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা।
- এ সমস্ত কার্যাবলির বাস্তবায়নে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় পরামর্শদানে সহায়তা করা। এ জন্য শিক্ষা বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ, অভিভাবক ও স্থানীয় শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিদের ও নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ করা।

- সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির সফল সম্পাদনে প্রধান শিক্ষক, শিক্ষকমণ্ডলী, ছাত্র ও অভিভাবকদের অনুকূল মনোভাব সৃষ্টিতে সহায়তা করা। মূল্যায়ন কমিটি এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণের জন্য সুপারিশ করবে।

শিক্ষাক্রমিক ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির সফল বাস্তবায়নই পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা। বর্তমানে শিক্ষায় সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির গুরুত্ব অপরিসীম। এ দৃষ্টিকোণ থেকে স্কুলের অন্যান্য শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির মত এদেরও পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন রয়েছে। এ কথাটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকমণ্ডলী, ছাত্রবৃন্দ, অভিভাবক ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে। সকল বাধাবিপত্তি অতিক্রম করার জন্য প্রয়োজন সকল সকলের দৃঢ় প্রত্যয় ও সহযোগিতামূলক মনোভাব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (✓) দিন।

১। খেলাধূলারমাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে কিরূপ মনোভাব সৃষ্টি হয়
- ক) কঠোর পরিশ্রমী
- খ) খেলোয়ার সুলভ
- গ) অধ্যবসায়ী
- ঘ) ভাল ছাত্র-ছাত্রী হতে হবে

২। শিক্ষাক্রম ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলীর সফল বাস্তবায়ন হলো
- ক) পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা
- খ) সুষ্ঠ লেখাপড়া
- গ) বিদ্যালয়ের উন্নতি
- ঘ) শিক্ষকমণ্ডলীর সাফল্য

চূড়ান্ত মূল্যায়ন - ইউনিট ৫

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী ঃ

১। 'শিক্ষাক্রমিক ও সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি পরস্পর সম্পূরক' - অলোচনা করুন।

২। সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি বলতে কি বুঝেন?

৩। সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে লিখুন।

৪। আপনার বিদ্যালয়ের উপযোগী সহ শিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির একটা তালিকা প্রস্তুত করুন।

৫। সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির শ্রেণীবিভাগ করুন।

৬। সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলির সফল বাস্তবায়নের বিশেষ দিকগুলো উল্লেখ করুন।

৭। সহশিক্ষাক্রমিক কার্যাবলি বাস্তবায়নে শিক্ষক হিসেবে আপনি কি ব্যবস্থা নেবেন।

উত্তরমালা - ইউনিট ৫

পাঠ ৫.১

১। খ ২। ক ৩। ঘ

পাঠ ৫.২

১। খ ২। ক ৩। ক

পাঠ ৫.৩

১। খ ২। খ ৩। গ ৪। গ ৫। ক

পাঠ ৫.৪

১। খ ২। ক